নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট

খুলনা বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভার প্রতিবেদন

২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪, রোজ সোমবার, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

খুলনা জেলা বেকারী মালিক সমিতি কার্যালয়, বাগানবাড়ী, খুলনা সদর, খুলনা

আয়োজনেঃ **এসএমই ফাউন্ডেশন**

সহযোগিতায়ঃ খুলনা জেলা বেকারী মালিক সমিতি

নিড্‌স এসেসমেন্ট ফর ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট

খুলনা বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভার প্রতিবেদন

এসএমই ফাউন্ডেশন

রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা - ১২১৫, বাংলাদেশ

সূচিপত্রঃ

অধ্যায়ঃ		পৃষ্ঠা নাম্বার
১. সারাংশ	ঃ	
ক. ভূমিকা	.....	৪
খ. লক্ষ্য	.....	৫
গ. কর্ম পদ্ধতি	.....	৫
ঘ. উক্ত ক্লাস্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন	.....	৬
ঙ. ব্যবহৃত নথিপত্র	.....	৬
২. ক্লাস্টারের তথ্যাদি	ঃ	
ক. ক্লাস্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকা	.....	৭
খ. পণ্যের মান ও উৎপাদনশীলতা	.....	৮
গ. ব্যবহৃত কাচাঁমাল	.....	৮
ঘ. বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	.....	৮
ঙ. উৎপাদন পদ্ধতি	.....	৯
চ. বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	.....	৯
৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি	ঃ	
ক. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১০
খ. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	.....	১০
ঘ. ভবিষৎ সম্ভাবনা	.....	১০
৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী	ঃ	১১
৫. সুপারিশমালা	ঃ	১২
৬. উপসংহার	ঃ	১৩

অধ্যায় - ১. সারাংশ

ভূমিকাঃ

ব্যাপক নগরায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসারের ফলে বিস্কুট, রুটি, কেক ইত্যাদি বেকারী পণ্য আমাদের সামাজিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগনিত হচ্ছে। সকালে নাশতার টেবিলে, বিকেলে চায়ের সঙ্গে, কাজের ফাঁকে হঠাৎ জেগে ওঠা ক্ষুধা মেটাতে, অতিথি আপ্যায়নে অথবা জন্মদিনের উৎসবে ব্রেড, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি চাই। চাহিদা অনুযায়ী এসব পণ্যের যোগান দিয়ে যাচ্ছে ঢাকাসহ দেশব্যাপি গড়ে ওঠা ছোট-বড় বেকারি ও কনফেকশনারীগুলো। সারদেশে বেকারী এবং কনফেকশনারী পণ্য তৈরীর প্রায় ৭০০০ মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০১০-১১ সালে রুটি, কুকি (বিস্কুট) এর উৎপাদন ছিল ১০০,৩০৫ মেট্রিকটন। সারাদেশে এ শিল্পে কয়েক লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মরত রয়েছে। বেকারী শিল্পের একটি সুবিধা হলো এখানে কম পুঁজিতে বেশি লোকের কাজের সুযোগ করা যায়। কিছু বেকারী নিজস্ব পণ্য শুধু তাদের শাখাগুলোতে বিক্রি করে। অধিকাংশ বেকারী নিজস্ব কারখানায় তৈরি রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি দোকানগুলোতে সরবরাহ করে থাকে। প্রতিদিন নিজস্ব রিক্সাভ্যানের সাহায্যে এসব বেকারি পণ্য বাজারজাত করা হয়। বেকারী এবং কনফেকশনারী পণ্য তৈরীর প্রধান কাঁচামাল হলো ভোজ্যতেল, চিনি, ময়দা, ডিম, ঘি, ডালডাসহ অন্যান্য উপকরণ।

খুলনায় বেকারী ও কনফেকশনারী শিল্পের কার্যক্রম মূলতঃ শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে। খুলনায় তখন হাতেগোনা কয়েকটি বেকারী ছিল কিন্তু সময় ও চাহিদার বিবর্তনে বর্তমানে খুলনা সদর ও এর আশেপাশের এলাকায় একাধিক বেকারী ও কনফেকশনারী কারখানা গড়ে উঠেছে। বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টারটি খুলনা সদরের কাগজী বাড়ী, বাগানবাড়ী, মুজগুন্নী এবং বাস্তহারা এলাকায় অবস্থিত। প্রায় ১০০টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে ক্লাষ্টারটি গড়ে উঠেছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ক্লাস্টারটির প্রধান উৎপাদিত পণ্যসমূহ হল- বিস্কুট, কেক, পাউরুটি, টোষ্ট ইত্যাদি।

লক্ষ্যঃ

পর্যায়ক্রমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী চিহ্নিত সকল এসএমই ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপনের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে " নিড্স এসেসমেন্ট ফর ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট "-শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় গত অর্থবছরে দুইটি পাইলট সহ মোট পাঁচটি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপন করা হয়েছিল। বর্তমান (২০১৩-১৪) অর্থবছরে গত বছরের দুইটি সহ মোট দশটি ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপন করা হবে।

এরই ধারাবহিকতায় বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে খুলনা সদর, খুলনায় অবস্থিত বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাষ্টার -এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় এবং ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখে ১০ জন উদ্যোক্তার বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাস্টারের উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং উক্ত ক্লাস্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন / সরকার / উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানসমূহ কী কী পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে সেগুলো নির্ধারণ করা।

কর্ম পদ্ধতিঃ

একটি উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণের কাছ থেকে উক্ত ক্লাস্টারের উন্নয়নের অন্তরায় গুলো চিহ্নিতকরণ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা পরিচালনা করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে আলোচনা সঞ্চালনা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশ্নমালাটি বিতরণ করে উদ্যোক্তাগণের দ্বারা পূরণ করানো হয়েছে। এর ফলে আলোচনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মৌখিক এবং প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম দিন আলোচনা পরবর্তী সময়ে প্রায় ১০-১২টি কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শনের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয় যে, বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয়াবলীর সাথে বাস্তবের কতটুকু সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

এছাড়াও প্রত্যেক উদ্যোক্তা যেন নির্ভয়ে / নিসংকোচে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরতে পারেন তাই পরের দিন ১০ জন উদ্যোক্তার একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উক্ত একান্ত সাক্ষাৎকারে উদ্যোক্তাগণের বাহ্যিক আচরণ ও ব্যাক্তিত্বের উপর করা নজরদারী করে বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে তারা সত্য উপস্থাপন করছেন কী না। একই ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোক্তাগণের প্রদত্ত তথ্য উপাত্তের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ হয়েছে এই একান্ত সাক্ষাৎকারগুলোর ফলাফল থেকে।

খুলনা বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টার গুরুত্বপূর্ণ কেন?

বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টারটি খুলনা সদরের কাগজী বাড়ী, বাগানবাড়ী, মুজগুন্নী এবং বাস্তুহারা এলাকায় অবস্থিত। প্রায় ১০০টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে ক্লাস্টারটি গড়ে উঠেছে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ক্লাস্টারটির প্রধান উৎপাদিত পণ্যসমূহ হল- বিস্কুট, কেক, পাউরুটি, টোষ্ট ইত্যাদি। ক্লাস্টারটির অধিকাংশ উদ্যোক্তারই ট্রেড লাইসেন্স এবং টিআইএন আছে। এ ক্লাস্টারে উৎপাদিত বেকারী ও কনফেকশনারী পণ্যসমূহ খুলনা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ক্লাস্টারটির উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান আরও উন্নত করা সম্ভব হলে এটি অঞ্চলিক ভূমিকার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং বাজার চাহিদা পূরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে খুলনা বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টারটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। একটু সহায়তা পেলেই এই ক্লাস্টার জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশী পরিমানে অবদান রাখতে পারবে।

ব্যবহৃত নথিপত্রঃ

উদ্যোক্তাগণের সাথে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় একটি প্রশ্নমালা (সংযুক্ত) ব্যবহার করা হয়।

অধ্যায় - ২. ক্লাস্টারের তথ্যাদি

ক্লাস্টারে উৎপাদিত পণ্য তালিকাঃ

রুটি, বিস্কুট, কেক, টোষ্ট ইত্যাদি হল এ ক্লাস্টারের উৎপাদিত প্রধান পণ্য।

পণ্যের মান ও উৎপাদনশীলতাঃ

অলোচ্য ক্লাস্টারটিতে উৎপাদিত পণ্যের মান খুব একটা উন্নত নয় এবং উৎপাদনশীলতার হারও খুব একটা ভাল নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কাজ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এখানকার কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অনেক পুরনো এবং শ্রমিকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। সুতরাং আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ব্যবহৃত কাঁচামালঃ

বেকারী ও কনফেকশনারী শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল ভোজ্যতেল, দুধ, চিনি, ঘি, ডালডা, ময়দা, ডিম, ঈষ্ট ইত্যাদি।

বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ

ক্লাষ্টারের প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো হচ্ছে মিক্সচার মেশিন, রোলার মেশিন, অটো ঝালাই (সেমাই) ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতিঃ

বর্তমানে এই ক্লাস্টারে মূলত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেই বেকারী ও কনফেকশনারী পণ্যসমূহ তৈরী করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপকরণসমূহ মিশ্রনের জন্য মিক্সচার মেশিন ব্যবহার করা হলেও ড্রাইং এর জন্য মাটির তৈরী বিশেষ আকারের চুলা ব্যবহার করা হয়। চুলার জ্বলানী হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। কাঠের চুলায় বেকারী পণ্যসমূহ শুকানোর ফলে পণ্যের গায়ে এক ধরনের কালো দাগ বা আবরন পড়ে যা পণ্যের গুনগত মান এবং বাজার মূল্যকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। বেকারী এবং কনফেকশনারী পণ্যসমূহ তৈরীর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের ছাচ ব্যবহার করা হয়। পণ্যসমূহের প্যাকেজিংও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করা হয়।

বাজারজাতকরণ পদ্ধতিঃ

এখানকার উদ্যোক্তাগন নিজস্ব রিক্সা ভ্যান এবং কাভার্ড ভ্যানের সাহায্যে তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে থাকে। কিছু বেকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে শুধুমাত্র নিজস্ব শাখাগুলোতে তৈরী বেকারী পণ্যসমূহ সরবরাহ করে থাকে। অন্যান্য বেকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরী বেকারী পণ্যসমূহ নিজস্ব শাখায় সরবরাহসহ অন্যান্য বেকারীসমূহে সরবরাহ করে থাকে।

অধ্যায় - ৩. প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

খুলনার বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণ তাদের নিজস্ব উদ্যোগে এখনও পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেনি। একই সাথে কোন সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী এবং উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রশিক্ষন প্রদানের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এখানকার উদ্যোক্তাদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, তাদের উৎপাদন কৌশল, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ কৌশল ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এছাড়াও উক্ত ক্লাস্টারে আইসিটি, ই-কমার্স, ই-মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে যা তাদেরকে ক্রেতা সংগ্রহ ও ক্রেতার সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

উক্ত ক্লাস্টারের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে নানা জটিলতার সম্মূখীন হচ্ছে। অত্র ক্লাস্টারের কিছু কিছু উদ্যোক্তা ইতোমধ্যেই ইসলামী ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, জনতা ও সোনলী সহ আরো কিছু সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। কিন্তু উচ্চ সুদের হার এবং পদ্ধতিগত জটিলতার কারনে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাস্টারে অর্থায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণের ঋণের চাহিদা জন প্রতি ৫-১০ লক্ষ টাকার মধ্যে।

ভবিষৎ সম্ভাবনাঃ

যেহেতু দিন দিন নগরায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই বেকারী ও কনফেকশনারী পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়বে বৈ কমবে না। কেননা বর্তমান সময়ে বেকারী ও কনফেকশনারী পণ্য আমাদের সামাজিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই পরিগনিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, এসকল পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি করতে পারলে তা বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ের চাহিদা পূরণেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারবে।

অধ্যায় - ৪. চিহ্নিত সমস্যাবলী

উক্ত ক্লাস্টারের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিক কলাকৌশল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।

২. পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।

৩. স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের অভাব।

৪. প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা।

৫. বাজারজাতকরণ সমস্যা।

৬. আধুনিক ই-মার্কেটিং, ই-বিজনেস সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

৭. সরকারী বিভিন্ন দপ্তর যেমন বিএসটিআই, পরিবেশ, ভোক্তা অধিকার, শ্রম, কাস্টমস ইত্যাদি থেকে যথাযথ সহায়তা না পাওয়া।

অধ্যায় - ৫. সুপারিশমালা

খুলনা বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টার -এর উন্নয়নে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারেঃ-

ক. স্বল্প মেয়াদী (৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে)ঃ

১. এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. উৎপাদন কৌশল, পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. এসএমই ফাউন্ডেশনের আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে খুলনা জেলা বেকারী সমিতির একটি ওয়েবসাইট তৈরী করে দেওয়া যেতে পারে।

৪. আইসিটি, ই-কমার্স এবং ই-মার্কেটিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. টিসিবির রেশনিং স্কীমের আওতায় ন্যায্যমূল্যে বেকারী ও কনফেকশনারী শিল্পের কাঁচামাল (যেমনঃ চিনি, ময়দা, ভোজ্য তেল ইত্যাদি) সরবরাহের জন্য পলিসি এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

খ. মধ্য মেয়াদী (১ বছর থেকে ৩ বছরের মধ্যে)ঃ

১. ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের ISO22000: 2008 সনদ অর্জনে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

২. বেকারী ও কনফেকশনারী পণ্যের গুনগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি আত্তীকরণে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৩. পণ্যের গুনগতমান যাচাইয়ের লক্ষ্যে টেষ্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

গ. দীর্ঘ্য মেয়াদী (৩ বছরের অধিক সময়ের মধ্যে) ঃ

সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে খুলনা বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টারকে একটি আধুনিক ও আদর্শ ক্লাস্টার হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

অধ্যায় - ৬. উপসংহার

খুলনা বেকারী ও কনফেকশনারী ক্লাস্টারটি আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখে চলেছে। এ ক্লাস্টারটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হলে এটি বাংলাদেশের কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের একটি অন্যতম ক্লাস্টার হিসেবে উন্নয়নে মডেল হতে পারে। যার ফলে পরবর্তীতে অন্যান্য এলাকায়ও একই ধরণের ক্লাস্টার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বেকারী পণ্যের চাহিদা পূরণ ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জেলাশহরে অবস্থিত বেকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের খাদ্যপণ্যের মান বৃদ্ধির সাথে এর মূল্য, প্যাকেটজাত পদ্ধতি, বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা স্থাপনের বিষয়ে এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সব রকম উপকরণের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির ফলে মহাসঙ্কটে পড়েছে দেশের বেকারি শিল্প। আর ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এ শিল্পের উদ্যোক্তারা পড়েছেন উভয় সঙ্কটে। কারণ যে হারে উৎপাদন খরচ বেড়েছে, বেকারি পণ্যের দাম সে হারে বাড়াতে পারছেন না বলে দুর্দিনে আছে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা। উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াও এ শিল্পের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে ভেজালবিরোধী অভিযানের নামে ভ্রাম্যমান আদালতের যখন-তখন জরিমানা আদায় করা। কোনো ত্রুটি না পেলেও ভ্রাম্যমান আদালতের লোকজন মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানা আদায় করছে। আবার ভ্রাম্যমান আদালতের হুমকি দিয়ে দালালরাও হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল অঙ্কের টাকা। এছাড়াও সরকারী বিভিন্ন দপ্তর যেমন বিএসটিআই, পরিবেশ, ভোক্তা অধিকার, শ্রম, কাস্টমস ইত্যাদি থেকে যথাযথ সহায়তা পাচ্ছেন না এ ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা।

এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্নমূখী কার্যক্রম যেমনঃ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, FSMS বাস্তবায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, পলিসি এ্যাডভোকেসী সহ নানবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, বেকারী ও কনফেকশনারী শিল্পের উন্নয়ন পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।